Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

Citizen's Platform
Brief
অক্টোবর ২০১৮ সংখ্যা ১৪

প্রতিরোধ ও সম্ভাবনায় তরুণসমাজ

যুব সম্মেলন ২০১৮
বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০
তারুণ্যের প্রত্যাশা

১৪ অক্টোবর ২০১৮, ঢাকা, বাংলাদেশ

এই ব্রিফটি *এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ* আয়োজিত "যুব সম্মেলন ২০১৮ – বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০: তারুণ্যের প্রত্যাশা" উপলক্ষে প্রকাশিত।

প্রেক্ষাপট

একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্জনের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট কিছু উন্নয়ন লক্ষ্য স্থির করাই হচ্ছে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা। আর এই লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে যেসব কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়, সেগুলোই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের কর্মসূচি হিসেবে বিবেচিত হয়। ২০১৫ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) বাস্তবায়নের সময়সীমা শেষ হয়। এরপর ২০৩০ সালকে সময়সীমা ধরে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের (এসডিজি) রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ এমজিডি বাস্তবায়নে যথেষ্ট সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে, যা আন্তর্জাতিক মহলের স্বীকৃতি পেয়েছে। এমডিজি অর্জনে এই সফলতার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বর্তমানে এসডিজি বাস্তবায়নে নানামুখী উদ্যোগ নিচ্ছে।

দেশের মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশই তরুণ। এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে অগ্রাহ্য করে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তরুণেরাই ভবিষ্যৎ উন্নয়নের কর্ণধার এবং সমাজ পরিবর্তনের মূল চালিকা শক্তি। কিন্তু আমাদের সমাজে তরুণদের প্রতি নানা রকম বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও রীতিনীতি আছে। এমনকি তারা সহিংসতারও শিকার হয়। তরুণদের প্রতি এসব সহিংসতা ও বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি দূর করে তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে নিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরি। এসডিজির বস্তুনিষ্ঠ ও সফল বাস্তবায়নে দেশের মোট জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ ও ভবিষ্যতের কান্ডারি এই তরুণ সমাজের অংশগ্রহণ না থাকলে উন্নয়ন কখনও টেকসই হবে না। তারুণ্যের অপার সম্ভাবনাই পারে যেকোনো ধরনের সহিংসতা ও বৈষম্য মোকাবিলা করতে। তবে এজন্য চাই নারী-পুরুষ সবার সমান অংশগ্রহণ। তাই এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

গবেষণা ও দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে ফলাফল

১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন (এএসএফ) বাংলাদেশে এসিড আক্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে এসিড আক্রমণের ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তরুণীরা এই আক্রমণের শিকার হয়। তরুণীদের প্রতি সহিংসতার এটি একটি অন্যতম ক্ষেত্র। তরুণদের প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্য নিয়ে এই নীতি সংক্ষেপ (পলিসি ব্রিফ) প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে মূলত এএসএফ পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের গবেষণা প্রতিবেদন, পর্যালোচনা, দলীয় আলোচনা, কেস স্টাডি বিশ্লেষণ ও এএসএফের দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও বিভিন্ন কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেশের তরুণী ও কিশোরীদের প্রতি সহিংসতার মূল ধরন, কারণ ও ফলাফল তুলে ধরা হলো:

তরুণদের প্রতি সহিংসতার ধরন

তরুণদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই জীবনে কোনো না কোনো সময় সহিংসতার শিকার হয়েছে। সহিংসতার ধরনগুলো নিম্নরূপ:

- শারীরিক নির্যাতন/সহিংসতা
- মানসিক নির্যাতন
- যৌন নির্যাতন
- আচরণ নিয়ন্ত্রণে নির্যাতন
- অর্থনৈতিক নির্যাতন
- বাল্য বিবাহ
- এসিড নিক্ষেপ
- স্বাধীনতাহরণ সংক্রান্ত নিপীড়ন

এর পাশাপাশি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকার যোগাযোগ মাধ্যম ও তথ্য প্রবাহ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তি নির্ভর সহিংসতার হার অনেক বেড়েছে। প্রযুক্তি নির্ভর যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে তরুণ, বিশেষত পুরুষদের নানা রকম উগ্রবাদী কার্যক্রমে আহ্বান ও যুক্ত করা হয়। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তরুণীদেরও নানা রকম যৌন হয়রানি করা হয়ে থাকে।

তরুণদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ

- বড়দের মতো করে স্বাধীন মতামত প্রকাশে বাধা দিয়ে তরুণদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়
- স্বাধীনভাবে চলাচল করার ক্ষেত্রে বৈষম্য
- সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য

এ ছাড়াও তরুণদের প্রতি অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা বৈষম্য রয়েছে।

তরুণদের প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্যের ক্ষেত্রে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও চর্চা

তরুণেরা যে বৈষম্য ও সহিংসতার শিকার হয়, তার প্রকৃতি অনেকাংশেই লৈঙ্গিক। তবে সাধারণত তরুণীরাই বেশি বৈষম্যের শিকার হয়। সকল পর্যায়ের তরুণ ও এমনকি সমবয়সী তরুণদের চেয়ে তারা বেশি বৈষম্যের শিকার হয়। এক্ষেত্রে বয়সের চেয়ে লৈঙ্গিক পরিচয়ই বড় হয়ে দেখা দেয়। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তরুণীদের অনেক বেশি পুরুষের ওপর নির্ভরশীল বলে গণ্য করা হয়। দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি এর একটি অন্যতম কারণ। আমাদের সমাজে তরুণদের অনভিজ্ঞ, স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহণের অনুপযুক্ত বলে ধরে নেওয়া হয়। এ কারণে তরুণদের প্রতি সহিংসতা রোধে এবং তাদের প্রতি বৈষম্য দূর করার উদ্যোগের ক্ষেত্রেও তরুণদের কাছ থেকে কোন মতামত নেওয়া হয় না। একই কারণে যেকোনো উন্নয়ন পরিকল্পনায় তরুণদের সম্পৃক্ত করার বিষয়টি উপেক্ষিত থাকে।

তরুণদের প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্যের কারণ

- তরুণদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ করে তরুণীদের ব্যাপারে সমাজের কিছু প্রচলিত রীতিনীতি, বিশ্বাস ও চর্চা
- বিদ্যমান বৈষম্যমূলক নীতিমালা
- আইন, নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন ও অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দ
- দুর্বল কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা
- উৎপাদনশীল কার্যক্রমে তরুণদের ভূমিকা যথাযথভাবে কাজে না লাগানো
- উন্মুক্ত চিন্তা, সুস্থ রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক চর্চার অভাব
- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সীমিত অংশগ্রহণ
- আইসিটির অপব্যবহার
- পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নেতিবাচক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া
- পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব

নেতিবাচক ফলাফল

মাদকাসক্তি, রাজনীতিতে তরুণদের পেশিশক্তির ব্যবহার, ক্ষমতার অপব্যবহার, মনো-সামাজিক বিপর্যয়, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, হতাশা, অনিয়ম, আত্মহত্যার প্রবণতা, সামাজিক অপরাধ প্রবণতা, নিজেকে পারিবারিক ও সামাজিক বোঝা হিসেবে মনে করা, সহিংসতায় যুক্ত হওয়া ইত্যাদি।

তরুণদের প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ

- আমাদের সমাজে তরুণদের নির্ভরশীল মনে করা হয়। সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ তরুণদের প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ
- তরুণদের প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্য দূরীকরণে যথাযথ প্রতিরোধ মনস্কতার অভাব ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি

এক কথায় বলা যায়, তরুণদের প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্যের কারণগুলোই মূলত তরুণদের প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ।

তরুণদের প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্য নিরসনের সুপারিশ

নীতিনির্ধারণী সুপারিশ

- জাতীয় পর্যায়ে তরুণদের ইতিবাচক ভূমিকার স্বীকৃতি ও প্রচারণা
- নীতিমালা ও চর্চার মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনা
- তরুণদের প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা প্রতিরোধে সঠিক কর্মপরিকল্পনা, বাজেট বরাদ্দসহ আন্ত:মন্ত্রণালয় সমন্বয়
- সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে এই সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে যে উন্নয়ন পরিকল্পনায় তরুণদের সম্পৃক্ত হওয়ার গুরুত্ব আছে। এ লক্ষ্যে যথোপযুক্ত নীতি প্রণয়ন ও সেগুলোর সফল বাস্তবায়ন
- উন্নয়ন নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তরুণদের মতামত গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করে যথোপযুক্ত নীতি গ্রহণ

এনজিওদের জন্য সুপারিশ

- বিভিন্ন কর্মসূচিতে সহিংসতা ও বৈষম্য নিরসনে তরুণদের সম্পৃক্ত করা
- তরুণদের প্রতি নিপীড়ন ও নির্যাতন প্রতিরোধে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য যথোপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা
- নারী আন্দোলন আরও শক্তিশালী করা এবং লৈঙ্গিকভাবে সংবেদনশীল সমাজ গঠনের লক্ষ্যে এই বিষয়টি মূলধারায় নিয়ে আসা
- তরুণদের জন্য, বিশেষ করে যারা সহিংসতার শিকার, সমন্বিত সেবা নিশ্চিতকরণ
- তরুণদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় যুক্ত করতে অ্যাডভোকেসি সংস্থা হিসেবে সরকারের সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরামর্শ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা

- সামাজিক পরিবর্তন ও আচরণ পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট উপকরণ (সোশ্যাল অ্যান্ড বিহেভিরিয়াল চেঞ্জ কমিউনিকেশন) তৈরি ও এগুলোর ব্যাপক প্রচারণার উদ্যোগ নেওয়া
- এ বিষয়ে তরুণ ও অন্যান্য অংশীজনদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা

ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের জন্য সুপারিশ

- তরুণদের দক্ষতা ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানোর জন্য ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসা
- তরুণীদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে সহায়তা করা
- তরুণ উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা
- উন্নয়ন পরিকল্পনায় তরুণদের যুক্ত করার জন্য সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তি উদ্যোক্তাদেরও এগিয়ে আসা প্রয়োজন
- বেসরকারি প্রচারমাধ্যমে (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া) এ বিষয়ে জনমত সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া
- সামাজিক দায়বদ্ধতার (কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি) অংশ হিসেবে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও বৈষম্য প্রতিরোধে প্রচারাভিযান

দাতা সংস্থার জন্য সুপারিশ

- তরুণ নেতৃত্ব তৈরি ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় তরুণদের অংশগ্রহণের সক্ষমতা তৈরিতে যথোপযুক্ত তহবিল গঠনে সহায়তা প্রদান
- আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোা সঠিকভাবে কাজ করছে কি না, তার যথাযথ মূল্যায়ন করা

উপসংহার

উপর্যুক্ত কর্মসূচি ও উদ্যোগের আলোকে বলা যায়, তরুণদের প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্য দূর করার যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। আর তা নিশ্চিত করা গেলে অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে তরুণেরা এসডিজি অর্জনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে।

এই ব্রিফটি প্রস্তুত করেছে এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন (এএসএফ) (www.acidsurvivors.org)। এএসএফ এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ-এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

ব্রিফটিতে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবে প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের। এই মতামত কোনোভাবেই এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ বা প্ল্যাটফর্ম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতামতের প্রতিফলন নয়।

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ বৈশ্বিকভাবে গৃহীত 'টেকসই উন্নয়ন অর্জনে এজেন্ডা ২০৩০' বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত দেশের নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। ২০১৬-র জুনে নাগরিক সমাজের ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোগে এ প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। এ প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা এবং এ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা। এজেন্ডা ২০৩০ বাস্তবায়নের ব্যাপকতা ও চ্যালেঞ্জের দিকগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায় এর সফলতার ক্ষেত্রে বহু-অংশীজনভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আর এই ধারণা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই প্ল্যাটফর্মটির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দেশব্যাপী এসডিজি বাস্তবায়নে কাজ করছে এমন ৮৮টি সংস্থা বর্তমানে প্ল্যাটফর্মের সহযোগী সংগঠন হিসেবে যুক্ত রয়েছে।

www.bdplatform4sdgs.net BDPlatform4SDGs BDPlatform4SDGs

সচিবালয়: **সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা**
ফোন: (+৮৮ ০২) ৯১৪১৭৩৪, ৯১৪১৭০৩, ৯১২৬৪০২ ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net